

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং **ICON** স্বপ্ন পূরণের সারথি...

হেড অফিস: ১১২, সাজেদা ম্যানশন (তৃয় তলা), ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫। ফোন: ০২-৯১৪২৭৮৬, ০১৮৪৫-৯৬৯৫০০

Online Batch-2020

সাধারণ জ্ঞান : লেকচার # ০৬

ভারতীয় উপমহাদেশে ও বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

পর্তুগিজ নাবিক বার্থেলামিউ দিয়াজ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তরাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্বদিকে আগমনের জলপথ আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র ধরে ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় ১৪৯৮ সালে। পর্তুগিজ নাবিক মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।

→ পর্তুগিজদের আগমন

পর্তুগালের লোকদের পর্তুগিজ বলে। উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে পর্তুগিজরা। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত পিপলি নামক স্থানে সর্বপ্রথম কুঠি স্থাপন করে। ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্ণর ছিলেন আলবুকার্ক। তিনি কোচিতে একটি দুর্গ (Fort) নির্মাণ করেন। এই দুর্গটি ভারতে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ। বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে)। শেরশাহকে প্রতিরোধ করার জন্য সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। মাহমুদ শাহের পক্ষে পর্তুগিজরা শেরশাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। শেরশাহ ক্ষমতা লাভের পর এইদেশ থেকে তিনি পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন। পর্তুগিজগণ বাংলাদেশে ফিরিঙ্গি (Firinghi) নামে পরিচিত। পর্তুগিজ জলদস্যদের বলা হত ‘হার্মাদ’।

→ ওলন্দাজদের আগমন

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলে। তারা পর্তুগিজদের দেখাদেখি এদেশে আসে এবং ‘ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। প্রথমে পর্তুগিজ এবং পরে ইংরেজগণ ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা এদেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

→ দিনেমারদের আগমন

ডেনমার্কের লোকদের বলা হয় ডেনিশ (Danish) বা দিনেমার (Dinemar)। তারা এদেশে বাণিজ্য করার জন্য ‘ডেনিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। কিন্তু তারা বাণিজ্য তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

→ ইংরেজদের আগমন

ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লীর সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি’ গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হকিঙ্স ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশ পত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। ক্যাপ্টেন হকিঙ্সের আবেদন ক্রমে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি (a Business center) নির্মাণের অনুমতি দেন। ঐ সালেই অর্থাৎ ১৬০৮ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশের প্রথম কুঠি স্থাপন করে সুরাটে। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬৩৩ সলে হরিহরণপুরে তারা এ কুঠি নির্মাণ করে। দীর্ঘকাল পরে ১৬৫১ সালে হৃগলী শহরে তারা দ্বিতীয় কুঠি নির্মাণ করে। ঐ বছর বাংলায় সুবেদার শাহজাদা সুজা ইংরেজদের এদেশে বিনাশক্তে বাণিজ্য করার অধিকার দেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৯০ সালে কোম্পানির এজেন্ট জন চার্নক সুতানটি গ্রামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম কিনে নগরটিকে আরও বড় করা হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে বিখ্যাত কলকাতা শহর। ১৬৯৮ সালে কলকাতায় ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে ‘ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ’ নির্মিত হয়।

→ ফরাসিদের আগমন

ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে উপমহাদেশে সকলের শেষে ব্যবসা করার জন্যে আসে ফরাসিগণ। তারা প্রায় ১০০ বছর এদেশে বাণিজ্য করে। তারা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে কিন্তু ১৭৬০ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে তারা ভারত থেকে সরে পড়ে।

→ পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজ-উদ-দৌলা

- সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত নাম- মীর্জা মুহাম্মদ।
- সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন- আলীবদী খানের নাতি।
- নবাব আলীবদী খান মৃত্যুবরণ করেন- ১৭৫৬ সালে।
- সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন- ১৭৫৬ সালে।
- নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন- ১৭৫৬ সালে।
- পলাশীর যুদ্ধ হয়- ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে।
- বাংলায় প্রথম স্বাধীন নবাব- মুর্শিদকুলী খান।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব- নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।
- বাংলার শেষ নবাব- সিরাজ-উদ-দৌলা।
- কলকাতার নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন- সিরাজ-উদ-দৌলা।
- সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যাকারীর নাম- মহম্মদী বেগ।
- পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিল- রবার্ট ক্লাইভ।
- বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়- পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে।

→ মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ:

- মীর কাসিম ছিলেন- মীরজাফরের জামাতা।
- বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল- ১৭৬৪ সালে।
- বক্সারের যুদ্ধসংঘটিত হয়- ইংরেজ ও মীর কাসিমের মধ্যে।
- মীর কাসিম মৃত্যুবরণ করেন - দিল্লিতে, ১৭৭৭ সালে।

গভর্নর

নাম	তথ্যকণিকা
ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫)	<ul style="list-style-type: none"> ★ রাজস্ব বোর্ড (Board of Revenue) ★ পাঁচশালা বন্দোবস্ত ★ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা রাহিতকরণ
লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)	<ul style="list-style-type: none"> ★ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent settlement)
লর্ড ওয়েলসলি (১৭৯৮-১৮০৫)	<ul style="list-style-type: none"> ★ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ★ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে টিপুর সংগ্রাম
গভর্নর জেনারেল (১৮৩৩-১৮৫৮)	
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৫)	<ul style="list-style-type: none"> ★ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ★ শিক্ষা প্রসার
লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬)	<ul style="list-style-type: none"> ★ স্বত্ত্ব বিলোপ নীতি ★ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন ★ বিধবা বিবাহ আইন
গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়	
লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-৬২)	<ul style="list-style-type: none"> ★ সিপাহী বিদ্রোহ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ★ মুদ্রা ব্যবস্থা সংক্ষার
লর্ড মেয়ার (১৮৬৯-১৮৭২)	<ul style="list-style-type: none"> ★ আদমশুমারি (Census)
লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০)	<ul style="list-style-type: none"> ★ অন্ত্র আইন ★ সংবাদপত্র আইন
লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪)	<ul style="list-style-type: none"> ★ সংবাদপত্রগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ★ হান্টার কমিশন ★ ফ্যাক্টরি আইন

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)	★ বঙ্গভঙ্গ ★ ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি
লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১৯১০)	★ মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯)
লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬)	★ বঙ্গভঙ্গ রদ ★ রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তর
লর্ড চেমসফোর্ড (১৯১৬-১৯২১)	★ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন (১৯১৯)
লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)	★ ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা আইন

উপমহাদেশের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার

সংস্কারক	সংস্কার
রাজা রামমোহন রায়	<ul style="list-style-type: none"> ➤ হিন্দু কলেজ/প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা- ১৮১৫ সালে। ➤ আতীয় সভা গঠন- ১৮১৫ সালে। ➤ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা- ১৮২৮ সালে। ➤ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ- ১৮২৯ সালে।
ইশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর	<ul style="list-style-type: none"> ➤ বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন- ১৮৫৬ ➤ বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা রোধ। ➤ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পদ্ধতি ছিলেন- ১৮৪৯ সালে। ➤ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন- ১৮৫১ সালে। ➤ বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন- সংস্কৃত কলেজ থেকে (২০ বছর বয়সে)।
হাজী মুহাম্মদ মুহসীন	<ul style="list-style-type: none"> ➤ বিশিষ্ট দানবীর। ➤ বাংলার ‘হাতেম তাই’ বলে খ্যাত। ➤ ভগুলীতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা।

নওয়াব আব্দুল লতিফ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ মোহামেডান লিটারৱী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা- ১৮৬৩ সালে। ➤ বাংলার ‘সৈয়দ আহমদ’ বলা হতো।
সৈয়দ আমীর আলী	<ul style="list-style-type: none"> ➤ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা- ১৮৭৭ সালে। ➤ লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। ➤ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: <ul style="list-style-type: none"> ⦿ The Spirit of Islam. ⦿ History of the Saracens. ⦿ Life and Teaching of the Prophet.
স্যার সৈয়দ আহমদ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা।
এ.কে. ফজুলল হক	<ul style="list-style-type: none"> ➤ কৃষি প্রজা পার্টি গঠন- ১৯৩৬ সালে। ➤ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন- ১৯৩৮ সালে। ➤ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন- ১৯৪০ সালে। ➤ ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা।

→ **কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা:**

- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়- ১৮৪৫ সালে।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা- অ্যালান অস্টোভিয়ান হিউম।
- কংগ্রেসের গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী সভাপতি সেক্রেটারী জেনারেল হবেন- ভারতীয় ও ব্রিটিশ।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন- উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
- কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- ১৮৮৫ সালে, বোম্বেতে।

→ **বঙ্গভঙ্গ:**

- বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়- ১৯০৫ সালে।
- বঙ্গভঙ্গ করেন- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে স্বার্থ সংরক্ষণ হয়- মুসলমানদের।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্টি নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল- ঢাকায়।
- ‘রাখী বন্ধন’ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।

- রাখী বন্ধনের সূচনা করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ‘আমার সোনার বাংলা’ রচিত হয়- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হয়ে যে আন্দোলন শুরু করে- স্বদেশী আন্দোলন।

→ **স্বদেশী আন্দোলন:**

- স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা- বিদেশি পণ্য বর্জন ও দেশি পণ্যের ব্যবহার।
- স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস।
- কুদিরামের ফাঁসি দেওয়া হয়- ১৯০৮ সালে।
- মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সালে।
- মাস্টারদা সূর্যসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়- ১৯৩৪ সালে।
- বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদেদার জড়িত ছিলেন- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে।
- ‘চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাব’ আক্রমণ করেন- প্রীতিলতা ওয়াদেদার (১৯৩২ সালে)।

→ **মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা:**

- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল- মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৬ সালে।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ।
- মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম ছিল- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ঢাকার শাহবাগে।
- মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন হয়- ঢাকায়।
- মুসলিম লীগের বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯১২ সালে।
- মোহাম্মদ আলী জিনাহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন- ১৯১২ সালে।

→ **বঙ্গভঙ্গ রাদ:**

- দুই বাংলাকে আবার যুক্ত করা হয়- ১৯১২ সালের ১ জানুয়ারি।
- বঙ্গভঙ্গ রাদ করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- বঙ্গভঙ্গ রাদ করা হয়- ১৯১১ সালে।
- বঙ্গভঙ্গ রাদের প্রেক্ষিতে খুশি হয়- হিন্দুরা।
- বঙ্গভঙ্গ রাদের প্রেক্ষিতে অসন্তুষ্ট হয়- মুসলমানরা।
- বঙ্গভঙ্গ রাদের প্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে সন্ত্রস্ত করার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়- নাথান কমিশন।
- নাথান কমিশন গঠনের সাথে জড়িত ছিলেন- লর্ড হার্ডিং।
- নাথান কমিশন গঠন করা হয়- ১৯১২ সালে।

→ **খেলাফত আন্দোলন:**

- খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ঘটে- ১৯১৯ সালে।
- নেতৃত্ব দেন- মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ।
- তুরস্কে খেলাফতের অবসান ঘটে- ১৯২৪ সালে।
- তুরস্কের খেলাফতের অবসান ঘটান- কামাল আতাতুর্ক।
- খেলাফত আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে- তুরস্কের খেলাফতের অবসান ঘটলে।

→ **অসহযোগ আন্দোলন:**

- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম- মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী।
- খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে পরিচালিত হয়- ১৯২০ সালে।
- মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন- ১৯১৭ সালে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৯১৯ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে।

→ **প্রাদেশিক নির্বাচন:**

- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩৭ সালে।
- ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করে- মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রতীক ছিল- হুক্কা।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ.কে ফজলুল হক।
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালে।
- ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার উল্লেখযোগ্য কাজ:

- ⇒ ঝণ সালিসী বোর্ড গঠন
- ⇒ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস
- ⇒ ঢাকায় কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা
- ⇒ বরিশালে চাখার কলেজ প্রতিষ্ঠা
- ⇒ ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা।

→ **দ্বি-জাতিতত্ত্ব:**

- প্রবক্তা- মুহম্মদ আলী জিনাহ।
- ঘোষণা করা হয়- ১৯৩৯ সালে।
- মূল কথা- হিন্দু মুসলমান আলাদা আতিসত্ত্ব।

→ **লাহোর প্রস্তাব:**

- ঘোষণা করা হয়- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ।
- ঘোষণা করেন- এ.কে ফজলুল হক।
- লাহোর প্রস্তাব অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন- মুহাম্মদ আলী জিনাহ।
- স্বতন্ত্র বাংলাদেশের বীজ লুকায়িত ছিল- লাহোর প্রস্তাবে।
- এ.কে. ফজলুল হককে ‘শেরে বাংলা’ উপাধি দেওয়া হয়- লাহোরে।

→ **পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়:**

- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়- ১৩৫০ বঙ্গাব্দে।
- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়- ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে।
- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়ের প্রেক্ষিতে রচিত নাটক- নেমেসিস।
- নেমেসিস নাটকটি রচনা করেন- নুরুল মোমেন।
- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়ের প্রেক্ষিতে রচিত চলচ্চিত্র- অশনি সংকেত।
- অশনি সংকেত উপন্যাস রচনা করেন- বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- অশনি সংকেত চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন- সত্যজিৎ রায়।
- ম্যাডোনা ৪৩ চিত্রকর্মটির চিত্রকর- জয়নুল আবেদীন।
- ম্যাডোনা ৪৩ এর প্রেক্ষাপট- পঞ্চাশের মন্ত্রনালয়।

→ **অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী:**

- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ.কে ফজলুল হক।
- অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিমউদ্দীন।
- অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

ইতিহাসে ঢাকা ও সোনারগাঁও

ঢাকা

- ঢাকা: প্রাচীন ‘বঙ্গ’ জনপদের অন্তর্ভুক্ত একটি বিখ্যাত স্থান। বুড়িগঙ্গা নদীর কেল ঘেঁষে এর অবস্থান।
- ঢাকা বাংলার প্রথম রাজধানী হয়- সুবাদার ইসলাম খানের শাসনামলে ১৬১০ সালে।
- ঢাকার পূর্ব নাম- জাহাঙ্গীর নগর। সুবাদার ইসলাম খান তার মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে এ নামকরণ করেন।
- ঢাকা পূর্ব বাংলা ও আসামের রাজধানী হয়- ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে।
- ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়- ১৯৪৭ সালে।
- ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হয়- ১৯৭১ সালে।
- ঢাকা প্রথম পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে- ১ আগস্ট ১৮৬৪ সালে।
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান- মি. স্কিনার।
- ঢাকা পৌরসভাকে ঢাকা পৌর কর্পোরেশন করা হয়- ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে।
- ঢাকা পৌর কর্পোরেশন থেকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হয়- ১৯৯০ সালে।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র- মোহাম্মদ হানিফ।
- ১৬৫০ সালে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা ঢাকার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন - বিহারের রাজমহলে।
- ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী ১৭১৭ সালে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যায়- নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।
- নবাব পরিবারের অনুদানে ঢাকায় প্রথম পানি সরবরাহ করা হয়- ১৮৭৪ সালে।
- ঢাকা মহানগড়ে প্রথম বিদ্যুৎ বাতি জ্বালানো হয়- ৭ ডিসেম্বর ১৯০১ সালে।

সোনারগাঁও

- সোনারগাঁওয়ের পূর্বনাম- সুবর্ণগ্রাম। ঢাকা থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে মেঘনা নদীর তীরে নারায়ণগঞ্জে এর অবস্থান।
- সোনারগাঁও নামকরণ করা হয়- ঈশ্বর খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামে।
- ফখরুল্লাহ মোবারক শাহ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীর নাম- সোনারগাঁও।

- সোনারগাঁও থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিখ্যাত রোডের নাম- গ্রান্ট ট্রাক্স রোড।
- ঈশা খাঁ ও তার বংশধরদের শাসনামলে বাংলার রাজধানী ছিল- সোনারগাঁও।
- চীনের পর্যটক মা হ্যান সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন- ১৪০৬ সালে।
- বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন- ১৩৪৫ সালে।
- বাংলাদেশের একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘরটি অবস্থিত- সোনারগাঁও।
- সোনারগাঁওয়ে অন্যান্য নির্দশনসমূহ- গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, পাঁচ বিবির মাজার।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন সমূহ

মহাস্থানগড়

- বগুড়া শহর থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে এর অবস্থান। প্রাচীন পুঞ্জগরের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড়ের বয়স আনুমানিক ২৫০০ বছর। মহাস্থানগড় বিখ্যাত হয়েছে প্রাচীন পুঞ্জগরের ধ্বংসাবশেষ এবং মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের পুরাকীর্তির জন্য। ‘মহাস্থানগড়’ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্ভাট অশোকের সময়ের একটি লিপি পাথরের চাকতিতে খোদাই করা পাওয়া গেছে। বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখির মাজার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।
- মহাস্থানগড়ের বিখ্যাত স্থানসমূহ: ভাসু বিহার, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা ও খোদার পাথর ভিটা।

ময়নামতি

- কুমিল্লা জেলার কোটবাড়িতে অবস্থিত ‘ময়নামতি’ কুমিল্লা জেলা শহর থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে। রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নামে এর নামকরণ করা হয়। পূর্বে এটি ‘রোহিতগিরি’ নামে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে এটি শালবন বিহার নামে পরিচিত। ময়নামতি বৌদ্ধ সভ্যতার জন্য বিখ্যাত। রাজা দেবপাল এ বিহার নির্মাণ করেন।
- ময়নামতির বিখ্যাত স্থান সমূহ: আনন্দ বিহার, আনন্দ বাজার দীঘি, রাণীর বিহার, রাণীর বাংলা বিহার, শালবন বিহার, বড় কামতা, বৈরাগীর মুড়া, ভোজ বিহার, কোটিল্য মুড়া, রূপবান মুড়া ও চারপত্র মুড়া।

পাহাড়পুর

- পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের অপর নাম ‘সোমপুর বিহার।’ সোমপুর বিহার নওগাঁ জেলার জামালগঞ্জে অবস্থিত। সোমপুর বিহার উপমহাদেশের একক বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন পাল রাজা ‘ধর্মপাল’। সোমপুর বিহারে পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে।
- সোমপুর বিহারের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহ: পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, সত্য পীরের ভিটা, গান্ধোশ্বরীর মন্দির, জৈন মন্দির।

উয়ারী বটেশ্বর

- বর্তমান নরসিংড়ী জেলার বেলাবো নামক স্থানে কয়রা নদীর তীরে অবস্থিত। উয়ারী বটেশ্বর হতে প্রাপ্ত প্রাচীন প্রত্নাবশেষ ৪৫০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের।

ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত স্থাপত্য সমূহ

স্থাপত্য	স্থপতি বা নির্মাতা	সময়কাল	অবস্থান
বড় সোনা মসজিদ	নুসরাত শাহ	সুলতানী	গৌড়
ছোট সোনা মসজিদ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	সুলতানী	ঢাপাই নবাবগঞ্জ
ঘাট গম্বুজ মসজিদ	খান জাহান আলী	সুলতানী	বাগেরহাট
আহসান মঞ্জিল	নবাব আব্দুল গনী	ঢাকার নবাবী আমল	ওয়াইজ ঘাট, ঢাকা
কার্জন হল	লর্ড কার্জন	ইংরেজ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মুসা খাঁ মসজিদ	মুসা খাঁ	বার ভুঁইয়া	কার্জন হল, ঢাবি
উত্তরা গণভবন	রাজা দয়ারাম রায়	১৭৪৩ সাল	নাটোরে, বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় সচিবালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও তার অবস্থান

বৌদ্ধ বিহার	অবস্থান
সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর বিহার	নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দশন।
শালবন বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। রাজাধিরাজ ভবদেব দ্বারা তৈরি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
আনন্দ বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে রাজা আনন্দ দেব কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
মহামুণি বিহার	চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ বিহার
সীতাকোট বিহার	দিনাজপুরে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার
রাজবন বৌদ্ধ বিহার	রাঙামাটি জেলার কাঞ্চাইহুদের তীরে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী স্থান।
জগন্দল বিহার	নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। পাল রাজাদের শাসনামলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
ভাসু বিহার	বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।
সীমা বৌদ্ধ বিহার	পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।
হলুদ বিহার	নওগাঁ।
ভোজ বিহার	কুমিল্লা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বর্তমান ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
বাংলাদেশ	পূর্ব পাকিস্তান	সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ
বরিশাল	চন্দ্রবীপ/ইসমাইলপুর/বাকলা	দিনাজপুর	গড়েয়ানাল্যান্ড
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ/শাতিলগঞ্জ/চট্টলা	মহাস্থানগড়	পুন্ড্রবর্ধন
খুলনা	জাহানাবাদ	ময়নামতি	রোহিতগিরি
সিলেট	জালালাবাদ	সোনারগাঁও	সুবর্ণ গ্রাম
যশোর	খলিফাতাবাদ	মুজিবনগর	বৈদ্যনাথ তলা
বাগেরহাট	খলিফাবাদ	প্রধানমন্ত্রী ভবন	গণভবন (করতোয়া)
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	পুরাতন সংসদ ভবন
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ	সুপ্রীম কোর্ট ভবন	গভর্নরের বাসভবন
নোয়াখালী	সুধারাম/ভুলুয়া	বঙ্গভবন	গভর্নরের হাউজ
কুমিল্লা	ত্রিপুরা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	রমনা হাউজ
কুষ্টিয়া	নদীয়া	সিরডাপ কার্যালয়	চামেলি হাউজ
ফেনী	শমসের নগর	রাজউক	ডি.আই.টি
কক্সবাজার	ফালংকি	শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর
জামালপুর	সিংহজানী	আসাদ গেইট	আইয়ুব গেইট
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ	বাহাদুর শাহ পার্ক	ভিট্টোরিয়া পার্ক
মুসিগঞ্জ	বিক্রমপুর	লালবাগ কেল্লা	আওরঙ্গবাদ দুর্গ
ভোলা	শাহবাজপুর	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	পি.জি.হাসপাতাল
গাজীপুর	জয়দেবপুর	নাটক সরণি	বেইলি রোড
রাস্তীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'	হানিফ আদমজীর বাসভবন	রাস্তীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'	গুল মোহাম্মদ আদমজীর বাসভবন
জিরো পয়েন্ট	নূর হোসেন স্কয়ার		

বাংলাদেশের প্রথম স্থাপনা

জাদুঘর	বরেন্দ্র জাদুঘর
ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	বেতুনিয়া, রাঙ্গামাটি
গ্যাসক্ষেত্র	হরিপুর, সিলেট
তেলক্ষেত্র	হরিপুর, সিলেট
বুলত্ত সেতু	রাঙ্গামাটি
লাইব্রেরী	রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি
চা বাগান	মালনী ছড়া, সিলেট
বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইপিজেড	চট্টগ্রাম ইপিজেড
ক্যাডেট কলেজ	মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ
মেডিকেল	ঢাকা মেডিকেল কলেজ

বাংলাদেশে প্রথম চালু

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ	২০০৯ সালে
শতভাগ জন্ম নিবন্ধনকারী পৌরসভা	দিনাজপুর
তথ্য কমিশন	২০০৯ সালে
১০০০ টাকার নোট	২০০৮ সালে
দশমিক মুদ্রা	১৯৬১ সালে
বাংলা একাডেমি পুরস্কার	১৯৬০ সালে
বাংলা একাডেমি বই মেলা	১৯৭৮ সালে
সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	১৯৮১ সালে, রাঙুনিয়া, চট্টগ্রাম
নোট	১৯৭২ সালে
বিমান	১৯৭২ সালে

স্বাধীন বিচার বিভাগ	১ নভেম্বর ২০০৭
অন লাইন রেডিও	একুশে রেডিও, ২০০৫ সালে
সাংগঠিক ছুটি দুইদিন	২০০৫ সালে
কর ন্যায়পাল কার্যক্রম	২০০৬ সালে
ইমিট্রেশন সার্ভিস কোড	২০০৭ সালে
জাতীয় জন্ম নিবন্ধন	২০০৭ সালে
জাতীয় বন নীতি	১৯৭২ সালে
রঙিন টেলিভিশন	১৯৮০ সালে
আয়কর দিবস	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮
মূল্য সংযোজন কর দিবস	১৯৯১ সালে
মুক্তবাজার অর্থনীতি	১৯৯১ সালে
বিদ্যৃৎ বাতি	৭ ডিসেম্বর ১৯০১
খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা	১৯৯৩ সালে
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯২ সালে
ডাকটিকিট	১৯৭১ সালে
নারী ট্রাফিক	২০১০ সালে

বিগত বছরের প্রশ্ন

- ভারতে মুদ্রণ শিল্পের সূচনা হয়- (ঢাবি ‘খ’০৯-১০)
 - সুলতানি আমলে
 - মুঘল আমলে
 - বৌদ্ধ আমলে
 - ব্রিটিশ আমলে
- যুক্তফ্রন্টে (১৯৫৪) রাজনৈতিক দলের সংখ্যা- (ঢাবি ‘খ’০৯-১০)
 - চার
 - পাঁচ
 - তিনি
 - চয়
- প্রাচীনতম সাহিত্যকর্ম- (ঢাবি ‘খ’০৯-১০)
 - শকুন্তলা
 - হংসদূত
 - রামায়ণ
 - মহাভারত

- 4. আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন- (ঢাবি ‘খ’০৯-১০)**
- A. সক্রেটিস B. প্লেটো C. এরিস্টটল D. হেরাক্লিটাস
- 5. বাংলার কোন নেতা জমিদারী প্রথা রদে প্রধান ভূমিকা পালন করেন? (ঢাবি ‘ঘ’০৯-১০)**
- A. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী B. এ.কে.ফজলুল হক
C. মাওলানা ভাসানী D. খাজা নাজিমুদ্দিন
- 6. বাংলা বর্ষের প্রবক্তা কে ছিলেন? (ঢাবি ‘ঘ’০৯-১০)**
- A. সন্তাটি অশোক B. সন্তাটি আকবর
C. রাজা লক্ষ্মণ সেন D. আবুল ফজল
- 7. বাংলাদেশের কোথায় সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন আবিস্কৃত হয়েছে? (ঢাবি ‘খ’০৮-০৯)**
- A. বান্দরবান B. কলাকোপা C. মহাস্থানগড় D. উয়ারি বটেশ্বর
- 8. ‘মাত্স্যন্যায়’ ধারণাটি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত? (ঢাবি ‘খ’০৮-০৯)**
- A. মাছবাজার B. ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা
C. মাছ ধরার নৌকা D. আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা
- 9. ইতিহাসখ্যাত ‘মসলিন’-এর একটি ছোট টুকরো এখনও সংরক্ষিত আছে- (ঢাবি ‘খ’০৮-০৯)**
- A. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে B. বরেন্দ্র জাদুঘরে
C. লালবাগ দুর্গে D. জাতীয় জাদুঘরে
- 10. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান- (ঢাবি ‘খ’০৮-০৯)**
- A. রমনা পার্ক B. ন্যাশনাল পার্ক
C. গুলশান পার্ক D. বাহাদুর শাহ পার্ক
- 11. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- (ঢাবি ‘ঘ’০৮-০৯)**
- A. খাজা নাজিমুদ্দিন B. এ.কে.ফজলুল হক
C. মোহাম্মদ আলী D. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
- 12. ‘কান্তজী’র মন্দিরের অবস্থান- (ঢাবি ‘ঘ’০৮-০৯)**
- A. নাটোর B. দিনাজপুর C. সিলেট D. রংপুর

13. কাগমারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- (ঢাবি ‘ঘ’০৮-০৯)

- A. ১৯৫৪ সালে B. ১৯৫৬ সালে C. ১৯৫৭ সালে D. ১৯৬১ সালে

14. ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন- (ঢাবি ২০০২-২০০৩)

- A. নওয়াব আব্দুল লতিফ B. রামমোহন রায়
C. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর D. কালীদাস

15. বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনাকারী কে? [ঢাবি ১৯৯৭-১৯৯৮]

- A. হাজী মুহাম্মদ মহসীন B. হাজী শরীয়ত উল্লাহ
C. দুনু মিয়া D. শহীদ তিতুমীর

16. আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক কে? [ঢাবি ১৯৯৮-১৯৯৯]

- A. রাজা রামমোহন রায় B. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
C. স্যার সৈয়দ আহমেদ D. লর্ড মেকল

17. বঙ্গভঙ্গের বছর কোনটি? (ঢাবি ১৯৯৬-১৯৯৭)

- A. ১৯০১ B. ১৯০২ C. ১৯০৬ D. ১৯০৫

18. বঙ্গভঙ্গ কোন সনে রাদ হয়? (ঢাবি ১৯৯৯-২০০০)

- A. ১৯০৫ B. ১৯০৯ C. ১৯১১ D. ১৯১২

19. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন- (ঢাবি ‘খ’০৬-০৭)

- A. শশাঙ্ক B. বখতিয়ার খিলজি
C. বিজয় সেন D. গোপাল

20. ঢাকা প্রাচীন বাংলার কোন্ জনপদের অন্তর্গত? (ঢাবি ‘খ’০৬-০৭)

- A. বঙ্গ B. রাঢ় C. বরেন্দ্র D. হরিকেল

21. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন্ সালে? (ঢাবি ‘খ’০৬-০৭)

- A. ১৮৫৭ B. ১৮৫৮ C. ১৮৫৯ D. ১৮৬০

22. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)

- A. রোজ গার্ডেনে B. সিরাজগঞ্জে C. সন্তোষে D. সুনামগঞ্জে

23. বাংলা নববর্ষ ‘পহেলা বৈশাখ’ চালু করেছিলেন- (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)

- A. লক্ষ্মণ সেন B. বিজয় সেন C. সন্তাট আকবর D. সন্তাট শাহজাহান

24. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন- (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)

- A. স্যার জন হার্বার্ট B. এন্ডারসন
C. স্যার এফ বারোজ D. আর জি কেসি

25. মহাস্থানগড় কোনু বৎশের প্রত্ত্বতাত্ত্বিক নির্দর্শন? (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)

- A. মৌর্য বংশ B. পাল বংশ C. সেন বংশ D. গুপ্ত বংশ

26. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়- (ঢাবি ‘ঘ’০৬-০৭)

- A. ব্রিটিশ আমলে B. সুলতানি আমলে
C. মুঘল আমলে D. স্বাধীন নবাবী আমলে

27. প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হত? [ঢাবি ০৫-০৬]

- A. মুর্শিদাবাদ B. রাজশাহী C. চট্টগ্রাম D. মেদিনীপুর

28. বর্তমান বাংলাদেশের কোনু অংশকে ‘সমতট’ বলা হতো? [ঢাবি ০৮-০৫]

- A. কুমিল্লা ও নোয়াখালী B. রাজশাহী ও বগুড়া
C. চট্টগ্রাম D. দিনাজপুর ও রংপুর

29. কাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়? [ঢাবি ০৩-০৪]

- A. যুকিডাইডিস B. হেরোডোটাস C. এরিস্টটল D. টয়েনবী

30. সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল কোনটি? [ঢাবি ০১-০২]

- A. বর্ণমালা B. আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার
C. মুদ্রার প্রচলন D. চিত্রলেখা

Answer Key: 1.B 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.D 8.D 9.D 10.D 11.B 12.B

13.C 14.B 15.B 16.D 17.D 18.C 19.D 20.A 21.B 22.C 23.C 24.A

25.A 26.C 27.A 28.A 29.B 30.A